২রা নভেম্বর, ২০০৮ তারিখ
রাত ৭ঃ ৩০-র পূর্বে প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।

বিসমিল্লাহির রাহ মানিররাহীম

প্রিয় দেশবাসী,

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সংঘাতময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১১ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ১২ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ-এর নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পর ২০ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে তৎকালীন কমিশন ২২ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে ঘোষিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মকান্ড বাতিল/অকার্যকর ঘোষণা করেন। ঐ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়।

সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। পুনর্গঠিত কমিশনের সামনে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদই ছিল প্রধান। তবে অতীত রাজনৈতিক সংঘাত ও নির্বাচন স্থগিত করার মত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কমিশন সম্যক উপলব্ধি করেন যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাঁধাসমূহ বহুবিধ, জটিল ও নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের অনেক গভীরে প্রোথিত। হালকাভাবে ছোটখাট পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যার মূলে যাওয়া যাবে না। কিছু কিছু মৌলিক সংস্কারেরও প্রয়োজন হবে। নির্বাচনী আইন সংস্কারের বিষয়ে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় কমিশনের কাছে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়েছে যে সকলেই কমবেশী সংস্কারের পক্ষে। এ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচন কমিশনকে সংস্কারের কাজ এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় জুগিয়েছে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের জন্য নির্বাচনী আইনের সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন এবং কী ধরনের সংস্কারের পক্ষে দেশের সুধীসমাজ, রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীগণ মতামত দিয়েছেন তা পরীক্ষা করে দেখেন।পর্যালোচনায় পরিস্কার হয় যে শুধু আইনী সংস্কারই নয়, আগামী নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আরও কিছু মৌলিক কাজ করা দরকার। এ সমস্ত কাজের একটি সম্ভাব্য সময়সূচী নির্ধারণ করে ২০০৭

সালের ১৫ই জুলাই তারিখে কমিশন একটি নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। এতে ডিসেম্বর, ২০০৮ শেষ হওয়ার আগেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষনে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়সূচীর প্রতি তাঁর সরকারেরও সমর্থন ঘোষণা করেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন যে সনাতন পদ্ধতিতে প্রণীত ভোটার তালিকার সঠিকতা সম্পর্কে জনমনে সব সময়ই একটা সন্দেহ ঘনীভূত ছিল। অতীতে অনেক যোগ্য নাগরিক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, আবার অনেক ভুঁয়া ব্যক্তিও তালিকাভুক্ত হয়েছেন। আবার একই ব্যক্তি একাধিক ঠিকানায় ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন অথচ দেশের সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক একটি এলাকাতেই ভোটার নিবন্ধিত হতে পারেন। এই অব্যবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে কমিশন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের এক দুরূহ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ কাজে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে এই সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই । অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৮,১১,৩০,৯৭৩ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন। অথচ ২০০৬ সালে এই ভোটার সংখ্যা ছিল ৯,২৪,৪১,৮৬৮ । দৃশ্যতঃ এই ভোটার তালিকায় ১,১৩,১০,৮৯৫ ভোটার অতিরিক্ত তালিকাভুক্ত ছিলেন যা বর্তমানে সংশোধিত হয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের সাথে সাথে প্রতিটি ভোটারকে একটি পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এমন একটি অনন্য ঘটনা যা বাংলাদেশকে সেই সমস্ত অল্প সংখ্যক দেশের সমতুল্য করেছে যাদের এ ধরনের কম্পিউটারাইজড তথ্য-ভান্ডার আছে। ছবি ও আঙ্গুঁলের ছাপ কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকায় এখন আর একাধিক এলাকায় যেমন কারো ভোটার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তেমনি ভুঁয়া ভোট প্রদানও হবে অসম্ভব। আর পরিচয়পত্র দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের একটি সূত্র হিসাবে ইতোমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে।এছাড়াও এবারই প্রথম ভোটারদের মতামত প্রকাশের লক্ষ্যে না ভোটের বিধান রাখা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

ভোটার তালিকা বিষয় উল্লেখের পরই নির্বাচনী আইন সংস্কার সম্পর্কেও আমাকে দু'একটি কথা বলতে হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২; জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এবং নির্বাচন কমিশন (রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০০১-এই তিনটি আইন/বিধিমালার সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন সংস্কার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে সংলাপের আয়োজন

করেন। সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত এ সংলাপ অত্যন্ত খোলামেলা এবং আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোর উপর আনুষ্ঠানিক আলোচনাকালে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব মতামত ও সুপারিশগুলো ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী। রাজনৈতিক দলের যৌক্তিক সুপারিশগুলোর সিংহভাগই কমিশন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে সন্নিবেশ করেছেন। যে সব বিষয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ধারাকে মজবুত করতে প্রস্তাবিত সংস্কার বহাল রাখার প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করেছেন, সে সব সুপারিশ, রাজনৈতিক দলের কিছুটা ভিন্নমত থাকলেও কমিশন অপরিবর্তিত রেখেছেন। তবে এর সংখ্যা নগণ্য। সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত আইন ও বিধিসমূহ নির্বাচনকে সুষ্ঠ ও সুন্দর করার লক্ষ্যে পেশীশক্তি ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত করতে সহায়ক হবে বলে কমিশন বিশ্বাস করে।

আইনী সংস্কারের অন্যতম প্রধান বিষয় রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন। কমিশন ইতোপূর্বে একবার এ প্রচেষ্টা নিয়ে ব্যর্থ হয়। এবার সব রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিবন্ধন কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নয় বরং দলগুলির সাথে নির্বাচন কমিশনের সম্পর্কের একটি প্রেক্ষিত ও কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে এই নিবন্ধন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দল ও কমিশনের মধ্যে একটি সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা হবে, তেমনি রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকটাই নিশ্চিত হবে ।

প্রিয় দেশবাসী,

অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা' নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ ২৪ বছর পর সফলতার সাথে নিষ্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে তা' হোল সংসদ আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ। দীর্ঘদিন এ কাজটি উপেক্ষা করার ফলে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে বিপুল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল যা' সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বিরাট অন্তরায়। অথচ আদমশুমারী প্রতিবেদন পাওয়ার পরই জাতীয় সংসদ আসনসমূহ পুনঃনির্ধারণের জন্য কমিশনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ত সে কারণেই কঠিন কাজটি এতদিন উপেক্ষিত হয়েছে। তবে অনেক বাঁধার মুখেও কমিশন এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে, এজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রিয় দেশবাসী,

অনেক আশা-নিরাশা, বাধা-বিপত্তি আর সংশয়-সংকট কাটিয়ে আজ আমরা জাতির বহুল প্রত্যাশিত নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাছাকাছি উপনীত হয়েছি। সাথে সাথে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও কমিশন প্রস্তুত। মহান আল্লাহতায়ালার অসীম রহমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতা, নির্বাচন কমিশনের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ় প্রত্যয় আর আপনাদের অকুন্ঠ সমর্থন ও সৌহার্দের বারিধারায় সিক্ত হয়ে আমি কমিশনের পক্ষ থেকে নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা নির্বাচনের নিম্নোক্ত তফশীল ঘোষণা করছি ঃ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ঃ ১৩ নভেম্বর, ২০০৮ বৃহস্পতিবার

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ঃ ১৬ নভেম্বর, ২০০৮ রবিবার ও ১৭ নভেম্বর, ২০০৮ সোমবার

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ঃ ২৪ নভেম্বর, ২০০৮ সোমবার

ভোটগ্রহণের তারিখ ঃ ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ বৃহস্পতিবার

তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ঃ ১৩ নভেম্বর, ২০০৮ বৃহস্পতিবার

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ঃ ১৯ নভেম্বর, ২০০৮ বুধবার ও ২০ নভেম্বর, ২০০৮ বৃহস্পতিবার

প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ঃ ২৭ নভেম্বর, ২০০৮ বৃহস্পতিবার

ভোটগ্রহণের তারিখ ঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ রবিবার

প্রিয় দেশবাসী,

যারা এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান আমি তাদের যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয়ে পূর্বাহ্নেই নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে নূতন যে কয়টি বিধান সংযোজিত হয়েছে তার কয়েকটি হোল এই ঃ

(ক) কোন নিবন্ধিত দলের প্রার্থী কিংবা স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যতীত কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। স্বতন্ত্র প্রার্থী যদি ইতোপূর্বে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত না হয়ে থাকেন তবে তাকে ঐ এলাকার মোট এক শতাংশ ভোটারের তার প্রার্থিতার প্রতি সম্মতিসূচক প্রমান মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

(খ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের কোন ভোটার এলাকার ভোটার হতে হবে।

(গ) ঋণ খেলাপী ও বিল খেলাপীরা যদি তাদের বকেয়া পুনঃতফশীলিকরণ কিংবা পরিশোধ না করে থাকেন, তবে তারা প্রার্থী হতে পারবেন না।

(ঘ) সরকারী এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সমাপ্ত হওয়ার পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হলে প্রার্থী হিসাবে দাড়াতে পারবেন না।

আরও অন্যান্য বিধানাবলী এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সম্ভাব্য প্রার্থীগণ নিজেদের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে এসব বিধি-বিধান ডাউনলোড করে কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে এসব বিষয়ে নিশ্চিত হবেন মর্মে আমি আশা করি।

প্রিয় দেশবাসী

আমাদের সকলের প্রত্যাশিত একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের সাফল্য, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। জনস্বার্থে দায়িত্ব পালনের সময় সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর পবিত্র দায়িত্বই হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সকল মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সকল সরকারী, আধাসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিপুল কর্মী বাহিনী যারা নির্বাচনে বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করছেন ও করবেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই সকল ভয়ভীতির উর্ধ্বে থেকে আপনাদের উপর ন্যস্ত পবিত্র দায়িত্ব পালন করুন। সকল অনভিপ্রেত প্রভাব ও অন্যায় দাবীকে উপেক্ষা করুন। আপনাদের সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ আমরা করবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুরূহ ও পবিত্র দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ আপনারা দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহসের সাথে গ্রহণ করবেন।

আমি এটুকুও উল্লেখ করতে চাই, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল কর্মকান্ড পর্যবেক্ষন করা হবে । নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ নির্দেশিত বিধানাবলী প্রয়োগ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করবো না। আমি বিশ্বাস করি নিজেদের বিবেকবোধ ও সাধারণ মানুষের সচেতনতার কারণে নির্বাচন কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকবেন।

প্রিয় দেশবাসী

যে কোন নির্বাচনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণের উপর। নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন রঙের পোষ্টার ব্যবহার বা দেয়ালে সাঁটানো, দেয়াল লিখন, গেইট বা তোরণ নির্মাণ , বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা ইত্যাদির উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে, আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই, আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে মিছিল সহকারে শো-ডাউন, আপ্যায়ন ও ভোট কেনা বেচার বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। বিশেষ করে মনোনয়নপত্র জমা প্রদানকালে চিরাচরিত শো-ডাউন কোনভাবেই বরদাশত করা হবে না এবং করা হলেঐ প্রার্থীর প্রার্থিতা অনিশ্চিত হতে পারে। এবার প্রতি জেলায় শক্তিশালী মনিটরিং টিম নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রিয় দেশবাসী

নির্বাচনী ফলাফলকে ঘিরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এ বিভ্রান্তি নিরসন ও রাজনৈতিক দলের আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচনী আইনে সংযুক্ত ধারা অনুসারে আগামী নির্বাচনে প্রত্যেক কেন্দ্রে ভোট গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অতীতের মত শুধু অংকে লিখবেন না , কথায়ও লিখবেন। রেজাল্টশীটে নির্বাচনী এজেন্টদের দস্তখত নেয়া এবং কপি প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণা করার পর এজেন্টদের দস্তখতকৃত রেজাল্টসীট রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রেরণ করবেন এবং তার একটি কপি ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন। যত রাতই হোক না কেন ভোট কেন্দ্র থেকে রেজাল্টশীট জমা না হওয়া পর্যন্ত ডাকঘর খোলা রাখা হবে। আশা করি আমাদের গৃহীত এই নতুন পদক্ষেপ ভোটের ফলাফল প্রকাশকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করে তুলবে।

প্রিয় দেশবাসী

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে খুবই প্রশংসিত হয়েছে এবং এই নির্বাচন তাদের আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। ১৯৯১ সাল থেকেই অনেক বিদেশী মেহমান আমাদের জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষনের জন্য আসতে শুরু করেছেন। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়েছে। একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদেশীদের কাছে এদেশের ভাবমূর্তি যাতে উজ্জল হয় সেই লক্ষ্যে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনকালে উপস্হিতির বিষয়টি নতুন নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত হবে।

প্রিয় দেশবাসী

একটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং দেশের সকল ভোটারদের আমি আজ এটুকুই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনারা যাতে ঘর থেকে বেরিয়ে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যেতে এবং ভোট প্রদান করে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে আসতে পারেন সে ব্যাপারে যা যা করা দরকার আমরা তাই করব। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শুধু পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও ভিডিপি নয় বরং এর পাশাপাশি দেশের অতন্দ্র প্রহরী ও জনগণের আস্থাভাজন সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকেও নিয়োগ করা হবে। কোনভাবেই সন্ত্রাস, মাস্তানি বা পেশী শক্তির কাছে সাধারণ ভোটারদের জিম্মি হতে আমরা দেব না। যেভাবেই হোক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করবো ইনশাআল্লাহ।

আসছে ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয়ের মাস। আজ নির্বাচনী তফশীল ঘোষণার মূহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আগামী ১৮ই ও ২৮ শে ডিসেম্বর সকল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণীর জনগনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত সকল শ্রেণীর সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটি আনন্দঘন পরিবেশে নবম জাতীয় সংসদ ও তৃতীয় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এ আশা ব্যক্ত করছি। সর্বশেষে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে আশ্বাস্ত করতে চাই যে, একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার লক্ষ্যে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সকল ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ । পরম করূণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হউন।

আল্লাহ হাফেজ